ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

আক্ষেপ অমিতাভের, 'জীবনে কিছু করতে পারলাম না'

পৃঃ ৫

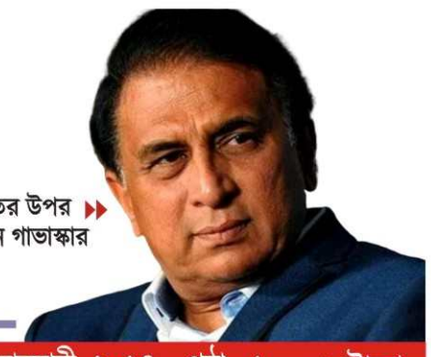

রোহিতের উপর চটেছেন গাভাস্কার

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০০৪ ● কলকাতা ● ১৮ পৌষ, ১৪৩০ ● বৃহস্পতিবার ● ০৪ জানুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

দৈনিক কাগজের সম্পাদক

মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের নিরাপত্তা নেই

(তৃতীয় পর্ব)

একশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতারা এইরকম জঘন্য তম ঘটনা সম্মতি দিয়ে সম্পাদক পরিবারের বিলুপ্ত করতে চাইছে? সমস্ত ঘটনা সবার সামনে আসার পরেও এই পরিবারের কেনই বা নিরাপত্তা থাকতে পারবেনা? যত রকম অন্যায় অবিচার সহ্য করতে করতে সম্পাদকের পরিবারের প্রায় লোক অসুস্থ অবস্থায় ভুগছে। সম্পদ পরিবারের মাছ চাষের ভেরি আছে, সেই ভেরীটা জোরপূর্বক দখল নেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে শ উচ্চ স্তরে পুলিশকর্তারা বিষয়টি জানার পরেও কোনরকম রক্ষা করে রেখেছে এই পরিবারটাকে। এই পরিবারের মাছ চাষের ভেরির সমস্ত মাছ ইচ্ছাকৃতভাবে চুরি করিয়ে দেয়া হয়। প্রতিনিয়ত কোন না কোন ঘটনা ঘটিয়ে থাকে কত বলতে পারে প্রশাসনকে। সম্পাদকের বৃদ্ধ বাবা মা রাস্তাঘাটে বেরোলে জমি দখল করে নেবে এমনই ভয় দেখানো হয়। কি চাইছে এলাকার স্থানীয় এক শ্রেনীর নেতারা? সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার প্রকাশ্যেই বলে যে আমার পরিবারের কোনো ঘটনা কিছু

এরপর ৩ পাতায়

গলার স্বর নিচু করুন',

আইনজীবীকে ধমক প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের

নয়াদিল্লিঃ নিউজ সারাদিন : বিচার ব্যবস্থায় বিচারপতিরা যে সর্বেসর্বা ফের একবার বুঝিয়ে দিলেন দেশের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। বুধবার এক মামলার শুনানির সময়ে খানিকটা জোরে কথা বলছিলেন এক আইনজীবী। আর তাতেই মেজাজ হারালেন তিনি। ওই আইনজীবীকে সতর্ক করে দিয়ে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'মনে রাখবেন আপনি শীর্ষ আদালতের প্রথম কক্ষে (প্রধান বিচারপতির এজলাস) মামলা লড়ছেন।

প্রধান বিচারপতির ওই রুদ্রমূর্তি দেখে এজলাসে হাজির অন্যান্য আইনজীবীরা হতচকিত হয়ে পড়েন। যে আইনজীবীকে ধমক দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি তিনি মুষড়ে পড়েন। পরে অবশ্য গলার স্বর নিচু করে কথা বলে সওয়াল করেন।

এই প্রথম নয়। গত বছরও সুপ্রিম কোর্টের বর্ষীয়ান আইনজীবী বিকাশ সিংহের সঙ্গেও বাক-বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েছিলেন প্রধান বিচারপতি। তাঁকে এজলাস থেকে বের করে দিয়েছিলেন। বার বার প্রধান বিচারপতির এমন ব্যবহার নিয়ে আইনজীবীদের মধ্যে ক্ষোভ দানা বেঁধেছে। গলার স্বর নামিয়ে কথা বলুন। না হলে এজলাস থেকে বের করে দেব।'

কী ঘটেছিল এদিন? প্রধান বিচারপতির এজলাসে এক মামলার শুনানি চলছিল। খানিকটা উঁচু গলায় কথা বলছিলেন এক আইনজীবী। তাঁর ওই জোরে কথা বলা কোনও কারণে পছন্দ হয়নি প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের। ওই আইজনীবীকে থামিয়ে তিনি বলেন, 'এক সেকেন্ড। এজলাসে এত জোরে সওয়াল করবেন না। আগে গলার স্বর নামান। প্রত্যেক বিচারপতির সামনেই কী এত জোরে কথা বলেন? কী ভেবেছেন? জোরে কথা বলে আমাদের উপরে চাপ তৈরি করবেন। আপনি ভুল করছেন। গত ২৩ বছরে তা হয়নি। এখনও হবে না। গলার স্বর নামিয়ে কথা না বললে আদালত থেকে বের করে দেব।'

লোকসভা ভোটের অনেক আগে

কার্যকর হবে সিএএ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দ্রুত দেশে কার্যকর হবে সিএএ আইন। পিটিআই মারফত যে খবর মিলেছে, তাতে বলা হয়েছে দ্রুতই এই আইন কার্যকর করা হবে, কার্যকর করা হবে লোকসভা নির্বাচনের অনেক আগেই। ভারতীয় সংসদ ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে এই আইন সংসদে পাশ করা হয়। নরেন্দ্র মোদি সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, ভারতে অ-মুসলিম শরনার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে।এই বছরের শাসকদল বিজেপি তুলেছিল সিএএ প্রসঙ্গ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এ রাজ্যে এসে জানিয়েছিলেন, সংসদে পাশ হওয়া সিএএ আইন হিসাবে কার্যকর হবেই। পাশাপাশি, তিনি দোষ দিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি বলেছিলেন, মমতা সিএএ নিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন সিএএ নিয়ে।এই তালিকায় রয়েছে হিন্দু, শিখ, জৈন, বুদ্ধ, পার্সি ও খ্রিস্টানদের। পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে আগত শরণার্থীদের এই নাগরিকত্ব দেওয়া হবে।

সিএএ কার্যকর করা নিয়ে দেশজুড়ে আন্দোলন শুরু হয়েছিল প্রথম থেকেই। ২০১৯ সালে গোটা দেশে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। কেন্দ্রীয় সরকারের সূত্রে খবর মিলেছে, সেখানে বলা হয়েছে, 'আমরা দ্রুত সিএএ নিয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করব। একবার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হলে, সেটি আইন হিসাবে

এরপর ৩ পাতায়

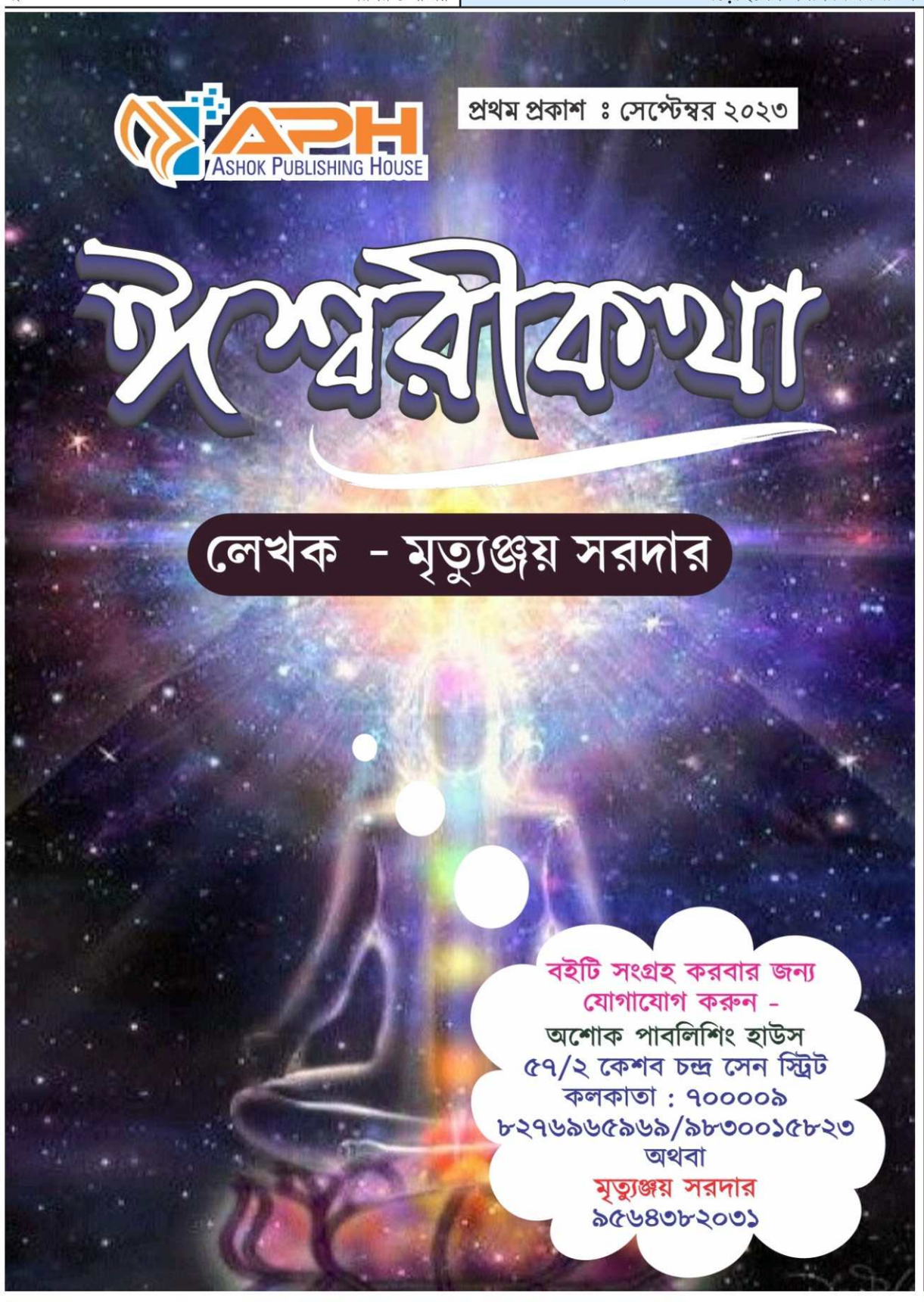

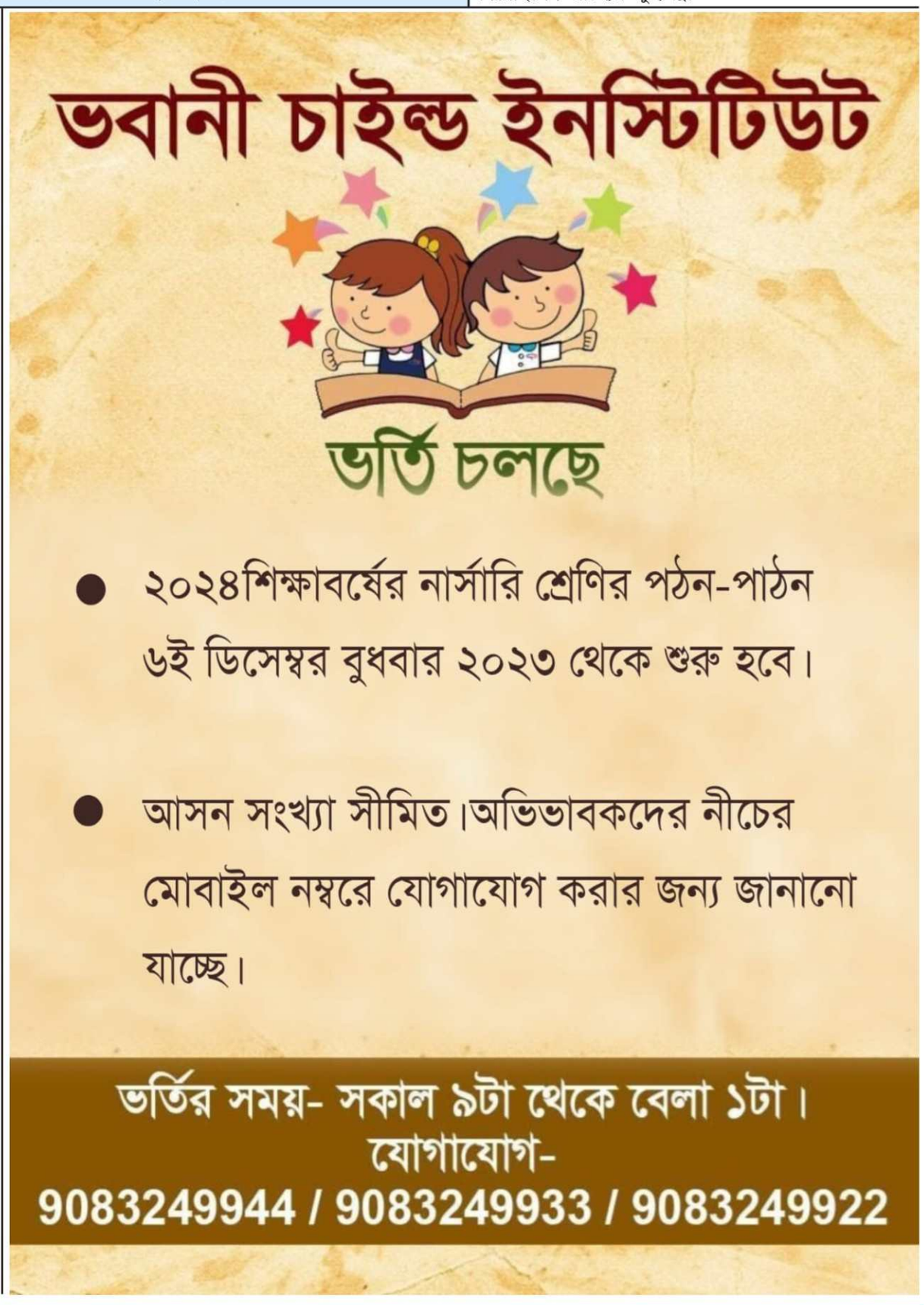

লোকসভা ভোটের সঙ্গেই

আরও ৬ রাজ্যের ভোট, কোন পরিকল্পনায় হাঁটবে বিজেপি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভোটের বছরেই মোদী সরকারের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে ৬ রাজ্য। কারণ এই ৬ রাজ্যের নির্বাচনও হবে এই বছরেই। তার মধ্যে হাইভোল্টেজ জম্মু-কাশ্মীরও রয়েছে। একদিকে লোকসভা আরেকদিকে ৬ রাজ্যের বিধানসভা ভোট সব মিলিয়ে বেশ একটা টানটান রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হতে চলেছে গোটা দেশে।এদিকে সিকিমেও বিজেপি সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। সেখানে উন্নয়নের কাজকে হাতিয়ার করে বিজেপি অনেকটাই প্রচার এগিয়ে রেখেছে। এদিকে হরিয়ানাতেও বিজেপি সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। এই নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। লোকসভা ভোট মিটতে না মিটতেই আবার হরিয়ানা এবং মহারাষ্ট্রে ভোট রয়েছে। কাজেই ২০২৪ সালটি মোটের উপর নির্বাচনের লড়াইয়েই কেটে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।যে ৬ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের নির্বাচন রয়েছে চলতি বছরে সেই তালিকায় রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ, অরুণাচল প্রদেশ, ওড়িশা, সিকিম, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র।আবার তালিকায় রয়েছে জম্মু-কাশ্মীরও। সব ঠিক থাকলে ৩৭০ ধারা বাতিল হওয়ার পরে এটাই হবে কেন্দ্রশাসিত কাশ্মীরের প্রথম নির্বাচন। আর সেখানে নির্বাচন শান্তিপূর্ণ এবং সুষ্ঠুভাবে করানো একটা বড় চ্যালেঞ্জ মোদী সরকারের।

এরমধ্যে চার রাজ্যের নির্বাচন সম্ভবত লোকসভা ভোটের সঙ্গেই হবে বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ অরুণাচল প্রদেশ, সিকিম, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশের নির্বাচন ২০২৪ সালের এপ্রিল-মে মাসে হওয়ার কথা। কারণ এই সময়েই এই চার রাজ্যের বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে।অন্ধ্রপ্রদেশে চন্দ্রবাবু নাইডুকে জগন্মোহন রেড্ডির বরুদ্ধে ব্যবহার করতে চলেছে বিজেপি। এদিকে আবার ওয়াই এস শর্মিলার কংগ্রেসে যোগদানও জগন্মোহন সরকারে চাপ বাড়াবে। তবে চন্দ্রবাবু নাইডুকে বিজেপি হাতিয়ার করলেও কংগ্রেস বড় চ্যালেঞ্জ দেবে অন্ধ্র প্রদেশে এমনই মনে করা হচ্ছে। কাজেই এক্ষেত্রে অন্ধ্রপ্রদেশ জয় সহজ হবে না বিজেপির পক্ষে। অন্যদিকে ওড়িশাতে বিজেপির প্রবল প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠার মতো রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হয়নি বিজেপির। নবীন পটনায়ক বিরোধী ইন্ডিয়া জোটে সামিল না হয়ে বিজেপির কাছে ইতিবাচর ভাবমূর্তি রেখেছে। সেই সঙ্গে নবীন পটনায়কের সঙ্গে মোদীর সুসম্পর্কও রয়েছে।এদিকে অরুণাচল প্রদেশ নিয়ে তেমন চিন্তিত নয় বিজেপি। কারণ এখানে একাধিক উন্নয়নের কাজ করেছে মোদী সরকার। একাধিক সড়ক তৈরি হয়েছে। দলাই লামার প্রভাব যথেষ্ট বাড়বে এখানকার ভোটে। কারণ মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই প্রথম তাওয়াংয়ে পা রেখেছিলেন দলাই লামা। এমনকি তিনি সিকিমেও গিয়েছেন। কাজেই দুই রাজ্যের নির্বাচনেই দলাই লামার প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। অরুণাচল প্রদেশে বিজেপি আসন সংখ্যা বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

হামলার ঝাঁজ বাড়াচ্ছে মস্কো,

জয়শংকরকে ফোন ইউক্রেনের 'উদ্বিগ্ন' বিদেশমন্ত্রীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বুধবার যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের সঙ্গে কথা বললেন ইউক্রেনের বিদেশমন্ত্রী দিমিত্র কুলেবা। সম্প্রতি ইউক্রেনে আক্রমণের ধার বাড়িয়েছে রাশিয়া। মুহুর্মুহু রকেট হামলা, বোমাবর্ষণ করছে মস্কো। ফলে কিয়েভের কপালে চিন্তার ভাঁজ গভীর হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধ থামাতে উদ্যোগী হওয়ার জন্য ভারতের সাহায্য চাইল ইউক্রেন।এনিয়ে জয়শংকরও এক্স হ্যান্ডেলে জানান, 'বুধবার দিমিত্র কুলেবার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা উন্নত করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে আমাদের মধ্যে। বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি আমরা আমাদের মতামত বিনিময় করেছি।' বিশ্লেষকদের মতে, ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের বিষয়ে অবগত ইউক্রেন। তাই জয়শংকরের রাশিয়া সফরের পরই তাঁকে ফোন করেন কুলেবার।

প্রসঙ্গত, দুবছর পূর্ণ হবে রাশিয়া ও ইউক্রেনের এই রক্তক্ষয়ী সংঘাতের। আক্রমণ-পালটা আক্রমণে বজায় রয়েছে যুদ্ধের ঝাঁজ। এখনও এই যুদ্ধের কোনও রফাসূত্র পাওয়া

এরপর ৩ পাতায়

কেন কাকুর কণ্ঠস্বর নেওয়া হচ্ছে না?

উত্তর জানতে হাইকোর্টে রুদ্ধদ্বার কক্ষে শুনানি শুরু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কালীঘাটের কাকু ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রর কণ্ঠস্বরের নমুনা এখনও কেন পরীক্ষা করা গেল না? ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এ ব্যাপারে চিকিতসকদের বিস্তারিত জানানোর নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। বুধবার সে ব্যাপারে জানতেই ইডির জয়েন ডিরেক্টর এবং ইএসআই হাসপাতালের চিকিতসককে ডেকে পাঠান বিচারপতি সিনহা।এদিকে কাকুর গলার স্বরের নমুনা মিলিয়ে দেখতে চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল ইডি। আদালতের নির্দেশের পর প্রায় ৪ মাস অতিক্রান্ত। এখনও সুজয়কৃষ্ণের সেই কণ্ঠস্বর কেন পরীক্ষা করা গেল না, মঙ্গলবার সেই প্রশ্ন তুলেছেন বিচারপতি। মামলাকারীর আইনজীবী, সিবিআই এবং তাঁদের নিয়েই রুদ্ধদ্বার কক্ষে শুরু হয়েছে শুনানি।

সুজয়কৃষ্ণের কণ্ঠস্বর পরীক্ষায় কী কী সমস্যা রয়েছে, কেন এখনও তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করা গেল না, এই ধরনের পরীক্ষার ক্ষেত্রে রোগীর কী কী সমস্যা হতে পারে। এই সংক্রান্ত বিস্তারিত জানতে চেয়ে ইডির মাধ্যমে চিকিতসকদের তলব করেছিলেন বিচারপতি সিনহা। আগেই প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করতে বলেছিল হাইকোর্ট। কিন্তু বিষয়টিতে আরও সময় দরকার বলে মঙ্গলবার জানায় ইডি। এরপরেই ইডির জয়েন্ট ডিরেক্টরকে বুধবার আদালতে আসতে বলেন বিচারপতি সিনহা। একইসঙ্গে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ নিয়েও চিকিতসকের মতামত জানতে মেডিক্যাল বোর্ডের প্রধানকে হাজির হতে বলেছিলেন তিনি।বুধবার বিকেল সাড়ে ৩টের মধ্যে আদালতের নির্দেশ মতো সব পক্ষই হাজিরা দেয়। এরপরই মামলার শুনানির লাইভ স্ট্রিমিং বন্ধ রাখেন সিনহা। সব আইনজীবী ছাড়া এজলাস ফাঁকা করার নির্দেশ দেন তিনি। রুদ্ধদ্বার কক্ষে শুরু হয় শুনানি।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে নেমে একটি অডিও রেকর্ডিং পায় ইডি। সেখানে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বর রয়েছে বলেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি। নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে নেমে একটি অডিও রেকর্ডিং পায় ইডি। সেখানে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বর রয়েছে বলেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি। ওই গলার স্বরের নমুনা মিলিয়ে দেখতে চায় ইডি। বর্তমানে 'কালীঘাটের কাকু' ভর্তি এসএসকেএম হাসপাতালে। এসএসকেএম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের মেডিক্যাল রিপোর্টে সবুজ সংকেত না পাওয়ায় আদালতের নির্দেশের পরেও গলার স্বরের নমুনা সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে না বলে দাবি ইডির।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে ১লা জানুয়ারী, ২০২৪ থেকে আমাদের কলকাতা অফিস ১৯ডি জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ হয়েছে। আমাদের সঙ্গে সহযোগীতা করার জন্য ধন্যবাদ।

সম্পাদক

জৈন মহিলাদের পাওয়ার হাউস

JITO লেডিস প্রিমিয়ার লিগ ২০২৪ উন্মোচন হল

Kolkata, 3rd January 2024 : নিউজ সারাদিন : শক্তি, চেতনা এবং ঐক্যের উদযাপনের অধীনে, জৈন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অর্গানাইজেশন (JITO) লেডিস উইং গর্বিতভাবে JITO ইস্ট জোন এবং কলকাতা লেডিস উইং দ্বারা আয়োজিত JITO লেডিস প্রিমিয়ার লিগ ২০২৪-এর গ্র্যান্ড ফিনালে ঘোষণা করেছে, এটি জিটো স্পোর্টস প্রকল্পের উদ্যোগে ৪ঠা ও ৫ই জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে কলকাতার এনকেডিএ ক্রিকেট স্টেডিয়াম রাজারহাটে আয়োজিত হবে।

JITO লেডিস উইং, ক্ষমতায়নের হৃদস্পন্দন, ক্রীড়া জগতের মাধ্যমে জৈন মহিলাদের অদম্য দক্ষতা প্রদর্শনের জন্য একটি যাত্রা শুরু করেছে। এই টুর্নামেন্টের নামকরণ করা হয়েছে ঔওএঙ লেডিস প্রিমিয়ার লিগ, এটি শুধুমাত্র ক্রিকেট প্রতিভার প্রদর্শন নয়, আকাঙ্খা, সংকল্প এবং বন্ধুত্বের একত্রিত হওয়ার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম ও প্রদান করে।

এই প্রিমিয়ার লিগ শুধু ক্রিকেট টুর্নামেন্ট নয়; এটি বৈচির্ত্য, সমতা এবং সম্মিলিত বৃদ্ধির সুতোয় বোনা একটি প্রাণবন্ত ট্যাপেস্ট্রি। ৯ টি দলের প্রতিনিধিত্বকারী ৯ টি জোনের সাথে, লিগ জীবনের বিভিন্ন স্তরের ১০৮ জন খেলোয়াড়কে একত্রিত করে - তা বাড়ি, অফিস বা রান্নাঘর থেকে হোক না কেন। এটি আজকের নারীর একটি উদযাপন, যিনি তার ভূমিকা নিপুণভাবে পালন করেন এবং অটল দৃঢ়তার সাথে লীগ খেলার মাঠে পা রাখেন।

JITO লেডিস প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট পিচের বাইরেও বিস্তৃত, যা JITO লেডিস উইং-এর - শিক্ষা, পরিষেবা, মূল্যবোধ, নিরাপত্তা এবং স্ব-নির্ভরতার মূল মানগুলিকে মূর্ত করে। এই পাঁচটি স্তম্ভ শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ও পেশাগত বৃদ্ধির জন্যই নয়, সম্প্রদায় ও সামাজিক উন্নয়নের বৃহত্তর ক্যানভাসে অবদান রাখার জন্যও এটি নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে। শিক্ষা সহায়তা, সেন্টার ফর এক্সিলেন্স, বিজনেস নেটওয়ার্কিং, ম্যাট্রিমনি, সংখ্যালঘু, চাকরি, খেলাধুলা এবং আরও অনেক কিছুর মতো বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে, লিগের লক্ষ্য মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা কে শক্তিশালী করা, নেতৃত্ব, প্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবর্তনের উপর জোর দেওয়া।

শ্রীমতি সঙ্গীতা লালওয়ানি, চেয়ারপার্সন, JITO অ্যাপেক্স লেডিস উইং, বলেন, "JITO লেডিস প্রিমিয়ার লিগ, ২০২৪, জৈন মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত বহুমুখী ভূমিকার একটি উদাহরণ এটি একটি নিশ্চিতকরণ যে আমাদের মহিলারা ঘর এবং অফিস পরিচালনা থেকে অনুগ্রহ এবং শক্তির সাথে ক্রিকেট মাঠের নেতৃত্বে নির্বিঘ্নে রূপান্তর করতে পারেন"

শ্রীমতি শীতল দুগার, মুখ্য সচিব, JITO অ্যাপেক্স লেডিস উইং, বলেন, "আমরা যখন JITO লেডিস প্রিমিয়ার লিগের উন্মোচন দেখছি, আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে মাঠের প্রতিটি মহিলা খেলোয়াড় কেবল একটি দলের প্রতিনিধিত্ব করে না, বরং এটি আমাদের জৈন মহিলাদের সংকল্প, আবেগ এবং অদম্য চেতনার গল্প"।

শ্রীমতি কল্পনা বৈদ, ইস্ট জোন লেডিস উইংয়ের আহ্বায়ক বলেন, "এই টুর্নামেন্টটি কেবল একটি খেলার চেয়ে বেশি; একটি জৈন মহিলাদের সম্মিলিত শক্তি এবং সম্ভাবনার প্রমাণ। এটি স্টেরিওটাইপ ভেঙ্গে এবং খেলাধুলার মাধ্যমে ক্ষমতায়নের উত্তরাধিকার তৈরি করে"।

শ্রীমতি সঙ্গীতা বৈদ, JITO কলকাতা লেডিস উইং-এর চেয়ারপারসন বলেন,"JITO লেডিস উইং ক্রিকেট পিচ এর পরিবর্তনের একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে দেখেন - এমন একটি জায়গা যেখানে বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডের মহিলারা একত্রিত হয়, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং শুধুমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে নয় বরং তাদের নিজের অধিকারে লিডার হিসাবে আবির্ভূত হয়"।

শ্রীমতি রেখা জৈন, JITO এপেক্স লেডিস উইং স্পোর্টস কো-অর্ডিনেটর বলেন, "JITO লেডিস প্রিমিয়ার লিগ, ২০২৪, শুধুমাত্র একটি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট নয় বরং এটি সারা দেশ জুড়ে জৈন মহিলাদের শক্তি, দক্ষতা এবং চেতনার উদযাপন"

শ্রীমতি শশী জৈন দুগার, মুখ্য সচিব, JITO কলকাতা লেডিস উইং বলেন, "আমি বিশ্বাস করি যে JITO লেডিস প্রিমিয়ার লিগ একটি শক্তিশালী অনুস্মারক হিসাবে কাজ করে যে জৈন মহিলাদের জন্য সীমানা রান্নাঘর এবং অফিসের বাইরেও বিস্তৃত - "তারা গর্বের সাথে ক্রিকেটের মাঠে পৌঁছেছে।"

শ্রীমতি হেমলতা শ্যামসুখা, স্পোর্টস কো-অর্ডিনেটর, JITO কলকাতা, বলেন, "JITO লেডিস উইং-এর বিশ্বে, ক্রিকেট মাঠ এমন একটি প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠেছে যেখানে আমাদের মহিলারা শুধুমাত্র তাদের ক্রীড়া প্রতিভা প্রদর্শন করে না বরং তাদের স্থিতিস্থাপকতা এবং দৃঢ়তা ও প্রদর্শন করে যা তাদের সংজ্ঞায়িত করে"।

১-ম পাতার পর

লোকসভা ভোটের অনেক আগে কার্যকর হবে সিএএ

কার্যকর করা হবে ও আবেদনের ভিত্তিতে যাদের প্রাপ্য তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে।'

এমনিতে আইন পাশ হওয়ার পর চার বছর কেটে গিয়েছে। এখন সিএএ কার্যকর করতেই হবে। এর পর ওই আধিকারিককে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, এই আইন কী লোকসভা ভোটের আগে কার্যকর করা হবে? সেই আধিকারিক জানিয়েছেন, 'হ্যাঁ, লোকসভা নির্বাচনের অনেকদিন আগে।'

১-ম পাতার পর

দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের নিরাপত্তা নেই

ঘটে গেলে সম্পূর্ণ দায়ী থাকবে একশ্রেণীর নেতারা ।তবে দুর্নীতি হবে ,জোরপূর্বক জমি কেড়ে নেয়া হবে, জমি মাফিয়া দের উৎপাত বাড়বে রাজনৈতিক নেতাদের হাত ধরে তবুও প্রতিবাদ করা যাবে না। এমনই পরিস্থিতি সম্মুখীন হতে হচ্ছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবার সহ মৃত্যুঞ্জয়বাবুকে। প্রশাসন কে জানিও কোন ভাবে সুরাও বা নিরাপত্তা মেলে না এই পরিবারে, কেন্দ্রীয় সরকার তো নিরাপত্তা বিষয়ে একবারই ও খোঁজখবর নেন না, অন্যদিকে রাজ্য সরকারের তেমনি কোন ভূমিকা দেখা মিলছে না। প্রশ্ন হল সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি জায়গাগুলো জোরপূর্বক কেড়ে কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা প্রতিবাদ করাতে খুন হতে পারে তিনটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। এ প্রশ্নের জবাব নেই কারোর কাছে, তবে মৃত্যুঞ্জয়বাবু খুন হওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে, তা বিভিন্ন সূত্র মারফতে জানা যায়।

সম্পাদক পরিবারের যে জমিগুলো কেড়ে নিতে চাইছে সেগুলো সরকারি প্রকল্প নিজে গৃহ ,নিজে ভূমি দেখিয়েছে জনগণের নামে সরকারিভাবে। আর সেই সব টাকাগুলো দুর্নীতি হয়েছে তেমনি জানা যাচ্ছে বিভিন্ন মারফতে। প্রায় সরকারি তিন কোটি টাকা দুর্নীতি কবলে পড়েছে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা, সরদার পরিবারের জমি দেখিয়ে সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে। এই দুর্নীতি সামনে আসতে হতবঙ্গ পুলিশ প্রশাস। সেই কারণেই অনেকে বলছে

যত দিন যাচ্ছে ততই যেন এক একটা করে দুর্নীতির মোর নিচ্ছে, এতদিন শোনা যেত গ্রামবাংলায় জোরপূর্বক বিরোধীদলের কর্মীদের জমি কেড়ে নেয়া হতো। এখন ঠিক তার উল্টো পুরাণ চলছে এর থেকে বাদ পড়েনি সংবাদ মাধ্যমে জড়িয়ে থাকা তিন তিনটি দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারও। লোকাল প্রশাসন যতই ধামাচাকা দেওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, পুলিশের কাছে স্পষ্ট হয়েছে মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি জায়গাগুলো জোরপূর্বক কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত। জমি জায়গার জন্য একদিন হয়তো মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে যে কোন কৌশলে মেরে দিতে পারে রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতায় এক শ্রেণীর দুষ্কৃতীরা। ছোট্ট একটি উদাহরণ তুলে কথা বলি, সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমিগুলো তার পূর্বপুরুষের,যেমন ক্যানিং মহকুমা দু'নম্বর ব্লকের আঠারবাকি অঞ্চলের হেদিয়াবাদ মৌজা জিএল নাম্বার ৬৭,দাগ নম্বর ১০৭৩,১২৬৬,১২৬৫/১২৬৯ জমিগুলো সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের। এই দাগের জমিগুলো কেড়ে নেবে বলে প্রায় ১০০ জন লোকের নিজের গৃহ নিজ ভূমি পাট্টা দিয়ে দেয় সাধারণ মানুষের নামে , সেখানে নেতা পরিবারে সবচেয়ে বেশি নাম সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় বাবুর জমি জায়গার মধ্যে। নিজ গৃহ নিজে ভূমি প্রকল্পের অনেকেই ঘরও পায়নি জমিও পায়নি অথচ কোটি কোটি টাকা লোপাট হয়েছে তেমনি ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, প্রশ্ন হল সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি কিভাবে অন্য লোকের নামে নিজ গৃহ নিজ ভূমি প্রকল্পের রেকর দেয়া হলো ক্যানিং টু বি এল আর অফিস থেকে। গতকাল সোমবার মৃত্যুঞ্জয়ের পরিবারের জমির উপরে সেই সব ব্যক্তিদের তদন্ত করার জন্য ডাকা হয়েছিল বিএলআর ও থেকে, প্রায় ৪০ জনকে নোটিশ পাঠিয়েছিলেন আর মৃত্যুঞ্জয়কে সেখানে ডাকা হয়েছিল, পরিস্থিতি উত্তেজনা থাকার কারণে মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে থেকে পুলিশের জানিয়েছিল। পুলিশ আসার ফলে লোকাল রাজনৈতিক নেতা ও ভূমি ও ভূমি সংস্কারের আধিকারিক দের উদ্দেশ্যটা বানচাল হয়ে যায়, এই দিনে আর তদন্ত করা হলো না। ম্যাপ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এই অজুহাত দেখিয়ে, ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের অফিসে ম্যাপ থাকে না এটা হতেই পারে না। তাহলে কি মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের জমির উপরে যবর দখল ঘর বাঁধিয়ে দেবে বলে সময় নিলেন ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা। এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মনে পড়ে যাচ্ছে, বিগত দিনের কয়েকটি মুহূর্ত সম্পাদক পরিবারের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো। তাই বলতে চাই স্বতন্ত্র মাধ্যমকে বলা হয় সংবাদপত্র বা ডিজিটাল মিডিয়া, ইলেকট্রিক মিডিয়া সহ অন্যান্য মাধ্যমকে। আর এই স্বতন্ত্র সম্পাদনা যারা করে তারা সর্বদাই রাজনীতি থেকে মুক্ত থাকতে হয় এটাই হচ্ছে সত্য বা স্বতন্ত্রের পরিকাঠামো, সেটা আইনগতভাবে বৈধ ভাবমূর্তি ও রয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের সম্পাদনার যা চরিত্র তা পুরোপুরি নিরপেক্ষ থাকাই দরকার, আর সেটা কুড়ি বছর ধরে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার যথাযথভাবে পালন করছে। একশ্রেণীর মূর্খ রাজনৈতিক নেতারা এই সম্পাদক পরিবারের রাজনীতি করাতে বাধ্য করছে বহু ক্ষেত্র। ২০০৭ সাল থেকে আজকের ২০২৩ সাল পর্যন্ত বারবার মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। বহুভাবে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে মেরে ফেলার চেষ্টা যেন অব্যাহত রয়েছে, সম্প্রীতি বিকালে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পিতাকে রাস্তায় আটকে হুমকিস্বরে জমি জায়গা দলিল দেখানোর কথা বলে এক নেতা, যার স্ত্রীর নামে নিজ গৃহ নিজে ভূমির রেকর্ড আছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের জমির উপরে। কয়েকজন ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে, এইভাবে জোট জুলুম করে জমি জায়গার কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা এইসব নেতাদের। সেই কারনে কী সম্পাদক পরিবারের জমি জায়গা জোরপূর্বক দখল নেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ এই জমিগুলো সম্পাদক পরিবারের দখলে আছে।জমিগুলো রেকর্ড অন্য লোকের নামে করেছে নেতারা,তাহলে কি প্রশাসনের একাংশ যুক্ত এই কাজে, সেটা পরিষ্কার হয়ে গেছে আরো নোটিশ দেওয়ার ফলে ?আর এসবের প্রতিবাদ করছে বলে প্রতিবছর বিষ দিয়ে পুকুরের সমস্ত মাছ মেরে দেয়া হয়, তাদের জীবন জীবিকাই আঘাত হানছে বারবার। একদিকে গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা অন্যদিকে অনাহারে মারার পরিকল্পনা অব্যাহত। কেন না মাছ ও পোল্ট্রি চাষ করে, সরদার পরিবারের জীবন জীবিকা চলে। এখানে আঘাত হানার পরিকল্পনায় অব্যাহত রয়েছে দিনের পর দিন ২০০৬ সাল থেকে আজও পর্যন্ত ,বহু ঘটনা প্রশাসনের জানিয়েছে প্রশাসনের কোন হেলদোল নেই। সত্যিকারে কি এই পরিবারটাকে বিলুপ্ত করে দিতে চাইছে, আসল রহস্য বা কি রয়েছে ।কিসের কারণে এই পরিবার বারবার নিরাপত্তায় হীনতায় ভুগছে কুড়িটা বছর ধরে। তাহলে কি জোর করে রাজনীতি করিয়েই ছাড়বে এটাই কি আসল উদ্দেশ্য রাজনৈতিক নেতাদের, এই এলাকায় তো চলে এক নায়কতন্ত্র রাজত্ব। বিরোধী বা নিরপেক্ষ বলে কোন মাধ্যমকে রাখতে দেবে না এটাই কি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মূল চিন্তাভাবনা, তা না হলে কেনই বা ১৪ জুলাই রাতে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারে পুকুরে বিষ দিয়ে লক্ষ্য লক্ষ্য টাকা মাছের ক্ষতি করে দিল। ব্লুথ স্তরের কিছু নেতারা বাড়িতে এসে নিউজ সারাদিন সম্পাদকের পরিবারকে বারবার বলছে পার্টি যদি যাও তাহলে এসব ঘটনা আর ঘটবে না কোনদিন। তাহলে ভারতবর্ষে চতুর্থ নম্বর স্তম্ভের মর্যাদা কি রাজনৈতিক নেতাদের হাতে তার প্রত্যক্ষ পরোক্ষ উদাহরণ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারকে দেখে স্পষ্ট হয়ে যায় জনসাধারণের কাছে। তা না হলে বারবার নিরাপত্তার আর্জি জানিও প্রশাসন এই পরিবারের নিরাপত্তা দেয় না। কেনই বা এই পরিবারের নামে মিথ্যা মামলা করে হয়রান করানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পিতা ও মাতা কে মিথ্যা মামলায় হয়রানি করানোর পরিকল্পনা রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। সে কথাও দু'চারটে লোকাল সাংবাদিকদের মুখে মুখে প্রকাশ পায়। সম্পাদকের কণ্ঠ রোধ করাতেই উঠে পড়ে লেগেছে রাজনৈতিক নেতারা, তাই যখনই নির্বাচন আসে তখনই এই সরদার পরিবারের উপর কোনো না কোনো ঘটনা অত্যাচার অবিচার অনাচার নামিয়ে দেয়। সুযোগ পেলেই মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে যেকোনোভাবেই মেরে দেবে সে পরিকল্পনা চলতেই থাকে প্রতিনিয়ত। পুকুরে বিষ ফিসারি বিষ নানান রকম ক্ষয়ক্ষতি এই পরিবারের উপরে হয় বা কেন? লোকাল প্রশাসনকে জানালে সাধারণ মানুষের থেকে আরও বেশি হয়রানি করাতে থাকে এই পরিবারকে! দীর্ঘদিন ধরে যেসব ঘটনা প্রশাসনিকভাবে মৃত্যুঞ্জয় বাবু নিজে লিখিত জানিয়েছে আজকের দিন পর্যন্ত তার কোন সূরাহ ও মেলেনি, মানুষ নয় অমানুষ তাই এদের উপরে এসব অত্যাচার চলে। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে যা ঘটনা ঘটতেই থাকে লোকাল প্রশাসন সবটাই কিছুই ঘটেনি বলে চালিয়ে দেয় সর্বোচ্চ লেবেলে। পুলিশ প্রশাসনের উচ্চতম কর্তারা ব্যক্তিগতভাবে মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে চেনে এবং সৎ সাহসী নির্ভীক সম্পাদক বলেও জানে তার পরেও তারা এই পরিবারকে রক্ষা করতে পারে না। রাজনৈতিক নেতাদের কাছে মাথা নত করে চলতে হয় প্রশাসনের উচ্চতম কর্তা ব্যক্তিদের মৃত্যুঞ্জয় সরদারের ঘটনায় উদাহরণ দেয়। কিন্তু বা রাজ্য দুই সরকারকে লিখিত জানিও এই পরিবারের নিরাপত্তায় অভাবেও ভুগছে দীর্ঘদিন যাবত।আসলে এই পরিবারের অপরাধ টা বা কী শাসক দলের সঙ্গে রাজনীতি করে না, আর বিরোধীদলের সঙ্গে রাজনীতিতে যায় না , সেই কারণে এই পরিবারের উপরে অত্যাচারটা লাগাম টেনে রেখেছে। এই ঘটনাটা নিউজ

ক্রমশঃ

আসামে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানিতে প্রধানমন্ত্রীর শোক প্রকাশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আসামের গোলাঘাটে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানিতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি নিহত প্রত্যেকের নিকটাত্মীয়কে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল (পিএমএনআরএফ) থেকে ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এক্স মাধ্যমে বলা হয়েছে, "আসামের গোলাঘাটে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানির জন্য ব্যথিত। শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। ক্ষতিগ্রস্তদের স্থানীয় প্রশাসন সম্ভাব্য সবরকম সহায়তা করছে। নিহত প্রত্যেকের নিকটাত্মীয়কে পিএমএনআরএফ থেকে ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে: প্রধানমন্ত্রী"।

কৃষ্ণগহ্বরের খোঁজে মহাকাশে পাড়ি দিল ইসরোর এক্সপোস্যাট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইংরাজি নতুন বছরের প্রথম দিনে বড় চমক ইসরো-র। সোমবার সকাল ৯টা ১০ মিনিটে শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস রিসার্চ সেন্টার থেকে সফল ভাবে আরও একটি কৃত্রিম উপগ্রহ উতেক্ষপণ করল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা। এক্সপোস্যাট বা এক্স রে পোলার মিটার উতেক্ষপণ করল ইসরো।মহাকাশে এই কৃত্রিম উপগ্রহটির আয়ু পাঁচ বছর। পৃথিবীর উপরে নিচু কক্ষপথেই প্রদক্ষিণ করবে এক্সপোস্যাট। ভূমি থেকে তার সর্বোচ্চ উচ্চতা হবে ৫০০ থেকে ৭০০ কিলোমিটার। এক্সপোস্যাটে রয়েছে দু'টি পেলোড- পোলিক্স (পোলারিমিটার ইনস্ট্রুমেন্ট ইন এক্স-রে) এবং এক্সস্পেক্ট (এক্স-রে স্পেকট্রোস্কোপি অ্যান্ড টাইমিং)।

গত বছর ইসরোর মুকুটে উঠেছিল দুটি পালক। চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে চন্দ্রযান নামিয়েছিল ইসরো। পাশাপাশি সূর্য অভিযানে পাঠিয়েছিল আদিত্য এল ওয়ান। এবার নতুন বছরের প্রথম দিনেই ইসরো মহাকাশে পাঠাল তার নতুন উপগ্রহ এক্সপোস্যাটকে বা এক্স রে পোলার মিটার স্যাটেলাইট।মহাবিশ্বের প্রাচীনতম রহস্যগুলির মধ্যে অন্যতম 'কৃষ্ণগহ্বর' নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেই এই উপগ্রহ উতেক্ষপণ।

ইসরো জানিয়েছে, পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল -এর উত্তোলন স্বাভাবিক ছিল এবং এক্সপোস্যাট সফল ভাবে উতেক্ষপণ করা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে এ কথা জানান ইসরো প্রধান এস সোমনাথ। তিনি জানান, পিএসএলভি -সি৫৮ রকেটে চেপে মহাকাশে উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছে কৃত্রিম উপগ্রহটি। এটি মাত্র ২১ মিনিটে মহাকাশে ৬৫০ কিলোমিটার উচ্চতায় পৌঁছবে। এক্সপোস্যাট মিশন উতেক্ষপণটি পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল -এর ৬০তম মিশন। ২৬০ টন ওজনের রকেটটির মধ্যে থাকা একটি উন্নত প্রযুক্তি কৃষ্ণগহ্বর এবং নিউট্রন স্টার'স নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত হবে। এ বিষয়ে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরে দ্বিতীয় দেশ হতে চলেছে ভারত। নাসার পর ইসরোই দুনিয়ার একমাত্র মহাকাশ গবেষণা সংস্থা যারা এমন উপগ্রহ মহাকাশে পাঠাল।

২ পাতার পর

হামলার ঝাঁজ বাড়াচ্ছে মস্কো, জয়শংকরকে ফোন ইউক্রেনের 'উদ্বিগ্ন' বিদেশমন্ত্রীর

যায়নি। এই পরিস্থিতিতে অনেক দেশই পুতিন ও জেলেনস্কিকে যুদ্ধ থামানোর বার্তা দিয়েছে। যার মধ্যে ভারতও রয়েছে। এই প্রসঙ্গে রাশিয়া ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একাধিকবার কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।সম্প্রতি রাশিয়া সফরে গিয়েছিলেন জয়শংকর। সেখানে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাত করেন তিনি। আলোচনা করেন রুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী সের্গেই শোইগু ও বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের সঙ্গে। এর কয়েকদিন পরেই বুধবার ফোনে জয়শংকরের সঙ্গে কথা বলেন ইউক্রেনের বিদেশমন্ত্রী। দুজনের মধ্যে বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি ও ভারতের সঙ্গে ইউক্রেনেরে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নত করার বিষয়ে আলোচনা হয়।

এবিষয়ে বুধবার দিমিত্র কুলেবা এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, '২০২৪ সালের প্রথম ফোন আমি ভারতের বিদেশমন্ত্রী জয়শংকরকে করি। দুই দেশের সম্পর্ক নিয়ে আমাদের মধ্যে কথা হয়। একই সঙ্গে আমি তাঁকে বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে জানিয়েছি। কীভাবে সাম্প্রতিক সময়ে রাশিয়া সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বাড়িয়েছে, কীভাবে ব্যাপক হারে আকাশপথে হামলা বাড়িয়েছে সব কিছু তাঁকে জানিয়েছি। এই ধ্বংসলীলায় সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন হচ্ছে। আগামিদিনে বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতাদের নিয়ে ইউক্রেনের গ্লোবাল পিস সামিট করার পরিকল্পনা রয়েছে। এনিয়েও আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। ভবিষ্যতে আমরা ভারত-ইউক্রেন আন্তঃসরকার কমিশনের প্রথম বৈঠক করতে সম্মত হয়েছি।'

আমেরিকান সাম্রাজ্যের পতন শুরু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারত এবং চীনের মধ্যে বৈরিতা কমাতে রাশিয়া মধ্যস্থতাকারী হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। তবে বিষয়টি অসম্ভব নয়। বিশ্ব রাজনীতিতে নিজেদের স্বার্থে সবই সম্ভব। কাজেই ভারত এবং চীন নিজেদের বৈরিতা কমাতে যদি রাশিয়াকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে বেছে নেয় তাহলে বিষয়টি অস্বাভাবিক হবে না।

তবে সত্য এটাই চীন ভারতের সাথে সমঝোতা করে এশিয়ায় নিজের শক্তি খর্ব করে দিতে চাইবে না। কারণ এশিয়ায় চীনের একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা না হলে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার যে স্বপ্ন চীনের রয়েছে তা চিরকালের মতো অপূর্ণ থেকে যাবে। তাই চীন ভারতের সাথে সমঝোতা করতে চাইবে না। আর তৃতীয় শক্তির(রাশিয়া) মাধ্যমে তো নয়ই।

তবে কখনো যদি রাশিয়ার মধ্যস্থতায় ভারত এবং চীনের মধ্যে বৈরিতা কমে যায় এবং ভারত- চীন-রাশিয়া মিলে একটি সামরিক এবং অর্থনৈতিক জোট গঠন করে তবে সেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সুফল হবে না। তখন সেটা হবে মার্কিন সাম্রাজের শেষের শুরু।ভারত-চীন বৈরিতা কমাতে ভারত যতটা আগ্রহী চীন ততটা নয়। চীনের ভবিষ্যত পরিকল্পনা বিশ্ব রাজনীতির মাথা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। অর্থনৈতিক ভাবে তারা অত্যন্ত শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছে গেছে। তাদের পরবর্তী লক্ষ্য সামরিকভাবে নিজেকে শক্তিশালী করে নিজের অবস্থান আরো সুসংহত করার। সামরিক দিক দিয়ে এশিয়ায় চীনের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত। এক্ষেত্রে জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার নামও উঠে আসে। কিন্তু জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনীর আকার চীনের সমান তো দূরের কথা তিন ভাগের এক ভাগও নয়। তাই চীন সবসময় সামরিকভাবে ভারতকে কাবু করে রাখতে চায়। এক্ষেত্রে, ভারতের অভ্যন্তরে বিদ্রোহীদের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে এবং ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে সম্পর্ক উষ্ণ করে ভারতকে চাপে রাখতে চেয়েছে। অন্য দিকে ভারতের সামরিক বাহিনী আকারে বড় হলেও অর্থনীতি চীনের মতো ততটা শক্তিশালী অবস্থানে এখনো পৌঁছায়নি। যেমন চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের মতো বড় প্রজেক্ট হাতে নেওয়ার সক্ষমতা ভারত এখনো অর্জন করেনি। তার উপর ভারতের সেনাবাহিনীর আধুনিকায়ন হচ্ছে ধীরগতিতে। ভারত এখনও সামরিক বাহিনীর আধুনিকায়নে আমদানি নির্ভর। যদিও ভারত এখন এই নীতি থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে। নিজেদের তৈরি অর্জুন ট্যাংক, তেজস এর মত বিমান বানিয়ে নিজেদের সামরিক শিল্পকে উন্নত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু এই গতি চীনের গতির তুলনায় অনেক কম।কারণ একসময়ের অস্ত্র আমদানিকারক চীন এখন বিশ্বের তৃতীয় শীর্ষ অস্ত্র রপ্তানিকারক দেশ। ভারত সর্বদাই মনে করত সামরিকভাবে পাকিস্তান তাদের প্রতিপক্ষ। কিন্তু গালওয়ান সংঘর্ষের পর ভারত বুঝতে পেরেছে ভবিষ্যতে ভারতের সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বি হচ্ছে চীন। এতদিন চীনের প্রতি ভারতের সামরিক কৌশল ছিল রক্ষনাত্মক। কিন্তু এখন সেটা বদলাতে শুরু করেছে। ভারত নিজের সেনাবাহিনীকে এমনভাবে গড়ে তুলছে যেন সীমিত পরিসরের যুদ্ধে চীনকে শুধুমাত্র ঠেকানোর পাশাপাশি তাদের উপর প্রাধান্য স্থাপন করতে পারে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ০০৪ সংখ্যা ০৪ জানুয়ারী, ২০২৪ বৃহস্পতিবার ১৮ পৌষ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

দ্বিতীয় দফায় রাজ্যে শুরু দুয়ারে সরকার কর্মসূচি

জুড়ে দ্বিতীয় দফায় শুরু হয়েছে দুয়ারে সরকার কর্মসূচি। গত ৩০ শে ডিসেম্বর শেষ হয়েছিল দুয়ারে সরকারের কর্মসূচি। পূর্ব ঘোষিত সময়সূচী অনুসারে ফের নতুন বছরের দ্বিতীয় দিনেই শুরু হয় কর্মসূচি। নবান্নের তরফে জানানো হয়েছে ৫টি প্রকল্পের ক্ষেত্রেই ১০০ শতাংশ পরিষেবা নিশ্চিত করা হবে।উল্লেখ্য, দুয়ারের সরকার ক্যাম্পে শুধু মাত্র বিভিন্ন প্রকল্পের নথিভুক্ত করা যায় না। সেখানে স্থানীয় সমস্যার জন্য আবেদন করা যায়। তা 'পাড়ার সমাধান' কর্মসূচির মধ্যে পড়ে। এরআগে দুয়ারে সরকারে শিবিরের সংখ্যা ছিল ৫.৬৬ টি । সেখানে প্রায় ৮.১০ কোটি মানুষ পরিষেবা পেয়েছিল। একথায় বলাই যায়, রাজ্যের মানুষকে বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা দেওয়ার জন্য পুরসভা এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের বুথে বুথে শিবির তৈরি করছে রাজ্য সরকার।এই পাঁচটি প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা, পরিযায়ী শ্রমিকদের নথিভুক্তকরণ, বিদ্যুতের নয়া সংযোগ, বিদ্যুতের বকেয়া ছাড় এবং উদ্যম পোর্টালে নথিভুক্তকরণ।

জানা গিয়েছে, ১ লা জানুয়ারি পর্যন্ত ৫০ লক্ষ ১১ হাজার ৩২৭টি আবেদনপত্র জমা পড়েছে। ইতিমধ্যে পরিষেবা দেওয়া হয়েছে ৩৪ লক্ষ ৭৭ হাজার ৪৯৭ জন দুয়ারে সরকারে আবেদনকারীর। সবচেয়ে বেশি উতসাহ দেখা গিয়েছে বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে। এরপরেই আবেদন জমা পড়েছে স্বাস্থ্যসাথী, খাদ্যসাথী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, ঐক্যশ্রী, বিধবা ভাতা, বার্ধক্যভাতার জন্যে। জানা গিয়েছে, প্রায় ২৫ হাজার ছাড়িয়েছে আবেদনকারির সংখ্যা।

সুজয়কৃষ্ণের নামে কেনা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবে ইডি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দুর্নীতি মামলায় লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে মঙ্গলবার আদালতে জানিয়েছে ইডি। সেই নথি থেকে প্রকাশ্যে এল বিস্ফোরক তথ্য। নথিতে ইডি উল্লেখ করেছে যে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হতে চলেছে তার মধ্যে একটি রয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরেকটি রয়েছে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের নামে।এব্যাপারে বাম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দুর্নীতিকেই নীতিতে পরিণত করেছে তৃণমূল। সবে তো একটা দু'টো বেরিয়েছে। আগামীতে এরকম আরও সম্পত্তির সন্ধান পাওয়া যাবে। তৃণমূলের চোরেরা পালানোর পথ পাবে না।'২টি ঠিকানাই কালীঘাট রোডে।

নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলার তদন্তে অগ্রগতি নিয়ে সোমবার আদালতে রিপোর্ট দেয় সিবিআই ও ইডি। সঙ্গে ইডি জানায় এই দুর্নীতিতে জড়িত থাকার প্রমাণ মেলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্থা লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের প্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে তারা। নথিতে সম্পত্তির যে তালিকা রয়েছে তাতে উল্লেখ রয়েছে কালীঘাট রোডের ২টি ঠিকানার। এর মধ্যে একটি সম্পত্তি কেনা হয়েছে অভিষেকের বাবা অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যটি সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের নামে। এছাড়াও দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন জায়গায় সম্পত্তির সন্ধান পেয়েছে ইডি। আমতলায় জমি সহ তিনটি নির্মিয়মানমান বাড়ি রয়েছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে কালীঘাটে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের সম্পত্তি বৃদ্ধি নিয়ে বারবার প্রশ্ন তুলেছে বামেরা। সম্পত্তির তালিকা প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তার জবাব দাবি করেছেন বাম নেতারা। কিন্তু আজও তৃণমূলের তরফে এব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনও জবাব পাওয়া যায়নি।

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কেউ আবার চলে যায় বৌদ্ধ মন্দিরে। এই চলা শুধু ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের জন্যই ছুটে চলা।সেই কারনে আমি বর্ননা চাই,দেবী শুক্লবর্ণা। শুক্লবর্ণ মানে সাদা রং। সত্ত্বগুণের প্রতীকও হলো সাদা। পবিত্র গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ের ৬নং শ্লোকে আছে, 'তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ' অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ অতি পবিত্র গুণ, স্বচ্ছতার প্রতীক, নির্মলতার প্রতীক। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

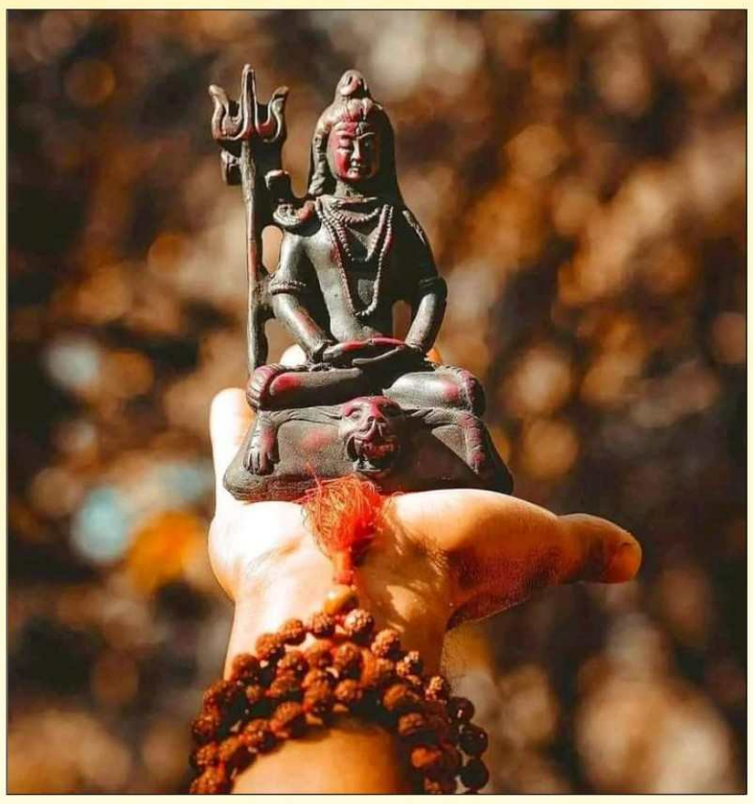

আজো আমাদের অজানা। ইতিহাস যে চিরন্তন সত্য কথা বলে, সে কথা অস্বীকার করার মতো কেউ নেই। বেদে উল্লেখ পাওয়া যায়, যখন এই পৃথিবীতে বসবাস করা কোনও মানুষেরই মৃত্যু হত না। ফলে একটা সময়ে গিয়ে সারা পৃথিবীর খবার শেষ হতে শুরু করেছিল। সে সময়ই যম রাজ প্রথম মৃত্যুর সঙ্গে পরিচয় ঘটালো মানুষের। কারণ এমন পরিস্থিতি হয়ে গিয়েছিল যে জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে ভারসাম্য ফিরে আসাটা খুব দরকার ছিল। আর সেই কাজটিই করেছিলেন যোম রাজ। কিন্তু এর প্রভাবে মানুষের মনে মৃত্যু ভয় এমন ঢুকে গিয়েছিল যে তাদের সব সময়ই মনে হত তারা মরে যাবেন। এমনকি এই ভয়ের কারণে শরীরও ভাঙতে শুরু করেছিল। সে সময়ই ভগবান শিব মানবজাতির হাতে তুলেছি এক ব্রহ্মাস্ত্র, যে অস্ত্রের বলে ভয়ের উপর জিত সম্ভব ছিল। সেই ব্রহ্মাস্ত্র কি ছিল জানেন? মাহা মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র। মৃত্যুকে জয় করেছেন যিনি তিনি মৃত্যুঞ্জয়,তাই এই মন্তের নাম হয়েছিল মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র।ওম। ত্রম্বকাম যজমাহে, সুগন্ধিম পুষ্টি-বর্ধানাম, উরুভারুকম্ভিয়া বান্ধানাম, মৃত্যুয়র মুখশিয়া মামরিতাত।" প্রসঙ্গত, চার লাইনে ভাঙা এই মন্ত্রটির প্রতিটি লাইনে আটটা চিহ্ন রয়েছে, যা উচ্চারণ করার সময় সারা শরীরজুড়ে একটা কম্পন ছড়িয়ে পরে। এই কম্পনই শরীরে ভেতরে থাকা হাজারো ক্ষতকে নিমেষে সারিয়ে তোলে। শুধু তাই নয়, ব্রেন পাওয়ার বৃদ্ধিতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে এই মন্ত্রটি। আধুনিক কালে এই মন্ত্রটিকে নিয়ে একাধিক গবেষণা হয়েছে। তাতে দেখা গেছে মন্ত্রটি পাঠ করার সময় মস্তিষ্কের অন্দরে থাকা নিউরনগুলি এতটাই অ্যাক্টিভ হয়ে যায় যে ধীরে ধীরে মনোযোগ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। সেই সঙ্গে বুদ্ধি এবং স্মৃতিশক্তিরও উন্নতি ঘটে।মানব জাতির উন্নতির একমাত্র ভরসা ও আরদ্ধ দেবতা শিব।সেই কারনে কাশ্মীরে লেখা হয় শিবসূত্র। দক্ষিণে রাবণ ছিলেন শিবের উপাসক। বিষ্ণু ভক্ত আড়বারদের মত শৈব নায়নার গোষ্ঠী শিবভক্তিতে বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের মত উচ্চনীচ ভেদাভেদ ঘুচিয়ে দেয়। তামিল ভাষায় রচিত হয় ভক্তিবাদী 'দেবারম্ স্তোত্র। লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায় হয় শৈব দর্শন অনুসরণকারী। দক্ষিণী আগম শাস্ত্রের মত শিব পুরাণ ও লিঙ্গপুরাণ রচিত হয়েছে উত্তর ভারতে। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ ও অতিকায় শিবমন্দির ছড়িয়ে আছে সারা ভারতে। তামিল 'শিবপ্পু' বা রক্তবর্ণ থেকে হয়তো শিব শব্দের উৎপত্তি। রাঢ়ের রক্ত মৃত্তিকার সঙ্গে কান্তারবাসী রুদ্র শিবের মিল অনেক। বাংলায় তিনি গঞ্জিকাসেবী ভুঁড়িওয়ালা এক আলাভোলা ব্যক্তি। চৈত্র সংক্রান্তিতে নীলাবতীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে। মালদা মুর্শিদাবাদে গাওয়া হয় গমীরা ও গম্ভীরা। কথিত আছে, এক সাধু শিব ঠাকুরকে একদিন প্রশ্ন করেছিলেন, কে ছিল তার বাবা? এই প্রশ্নের উত্তরে শিব জানিয়েছিলেন, ব্রহ্মা ছিলেন তার বাবা। এরপরই ফের আবার সেই সাধুটি শিব ঠাকুরের কাছে জানতে চায়, তার দাদুর নাম কি ছিল? শিব জানায়, তার দাদু ছিলেন বিষ্ণু। কিন্তু এই উত্তর জেনেও দমে থাকেন নি সাধু। তিনি জানতে চান, শিবের প্রপিতামহ কে ছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর শুনে চমকে যান ওই সাধু। শিব জানায়, সে নিজেই নিজের প্রপিতামহ। কেন বলেছিলেন জানেন, সে কথায় অনুসন্ধানে যা বেরিয়ে এলে সেটি আপনাদের সামনে পরিবেশন করছে!ব্রহ্মা ও বিষ্ণু যখন যুদ্ধ করছেন এমন সময় একটি জ্যোতির্ময় লিঙ্গের আবির্ভাব হল। সেই লিঙ্গের আদি বা অন্ত ছিল না।বিষ্ণু বললেন, 'হে ব্রহ্মা, যুদ্ধ থামাও। দ্যাখো, একটি তৃতীয় বস্তুর আবির্ভাব ঘটেছে। এই লিঙ্গটি কী? কোথা থেকেই বা এল? এসো, এর আদি ও অন্ত অনুসন্ধান করে দেখি। তুমি রাজহংসের রূপ ধারণ করে উপরে উঠে যাও। আমি বরাহের রূপ ধারণ করে নিচের দিকে যাচ্ছি।' এই প্রস্তাবে ব্রহ্মা রাজি হলেন। তিনি শ্বেত রাজহংসের রূপ ধরে উপরে উড়ে গেলেন। বিষ্ণু শ্বেতবরাহের রূপ ধরে নিচে নেমে গেলেন। এক হাজার বছর ধরে তাঁরা সেই লিঙ্গের উৎস খুঁজে ফিরলেন, কিন্তু পেলেন না। তখন তাঁরা যেখানে ছিলেন সেখানে ফিরে এসে প্রার্থনা শুরু করলেন। একশো বছর প্রার্থনার পর একটি ওঁ-কার ধ্বনি তাঁদের শ্রুতিগোচর হল এবং এক পঞ্চানন দশভুজ দেবতার আবির্ভাব ঘটল তাঁদের সম্মুখে। ইনিই মহাদেব শিব।বিষ্ণু বললেন, 'ব্রহ্মা আর আমি যুদ্ধ করে ভালোই করেছি। সেই জন্যই তো আপনি আবির্ভূত হলেন।' শিব উত্তরে বললেন, 'আমরা একই সত্ত্বার তিনটি অংশ। আমরা ত্রিধা বিভক্ত। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু রক্ষাকর্তা ও আমি ধ্বংসকর্তা। আমার শরীর থেকে রুদ্র নামে আর এক সত্ত্বার জন্ম হয়েছে। যদিও রুদ্র আর আমি একই সত্ত্বা। ব্রহ্মা, আপনি এবার সৃষ্টিকর্ম শুরু করুন।' এই বলে শিব অদৃশ্য হলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তাঁদের রাজহংস ও বরাহের রূপ পরিত্যাগ করলেন। তবেই পুরাণ-লোকশ্রুতি অনুসারে শিব-গৌরীর বিয়ের স্থানটি উত্তরাখণ্ডে রুদ্রপ্রয়াগ জেলার ত্রিযুগীনারায়ণ গ্রামে। মন্দাকিনী ও শোনগঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এই পৌরাণিক জনপদটি ছিল হিমালয় রাজার রাজধানী। এই বিবাহ দিয়েছিলেন স্বয়ং ব্রহ্মা। আর নারায়ণ গৌরীকে সমর্পণ করেন শিবের হাতে। চৈত্রে শিবগাজন উৎসব অনেকের মতে হর-কালীর বিয়ের অনুষ্ঠান। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি লিখেছেন, 'শিবের গাজনের প্রকৃত ব্যাপার হর-কালীর বিবাহ। সন্ন্যাসীরা বরযাত্রী। তাহাদের গর্জন হেতু গাজন শব্দ আসিয়াছে। ধর্মের গাজনে মুক্তির সহিত ধর্মের বিবাহ হয়। দুই বিবাহ-ই প্রচ্ছন্ন।' তবে বিজ্ঞানের মতবাদ অনুযায়ী কোনো বস্তু কিছু না থেকে সৃষ্টি হয়ে কিছু না তে শেষ হয়েছে। আমাদের বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের সমস্ত বস্তু শিব থেকে এসেছে আবার সেটি শিবে মিশে যাবে। শিব গোটা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে বিরাজ করে। এক কথায় বলা যায় শিবই হল বিশ্ব ব্রহ্মান্ড। বিজ্ঞানের কথায় শক্তির সৃষ্টি ও বিনাশ নেই শক্তিকে কেবল এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তর করা হয়। হিন্দু শাস্ত্র মতে ও শক্তির অন্য রূপ শিবের কোন সৃষ্টি ও বিনাশ নেই। হিন্দু শাস্ত্র মতে শিবের অনেক রূপ রয়েছে। আমাদের কখন মৃত্যু হয় যখন আমাদের শরীরে এনার্জি অর্থাৎ শিব থাকেনা। এক কথায় বলা যায় শিব হীন দেহ শবে পরিণত হয়। অতএব আমাদের সকলের শরীরের মধ্যে শিব অবস্থান করে।শিব পুরান অনুযায়ী আমাদের বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে ১১টি রুদ্রের রূপ রয়েছে। আমাদের বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের সঙ্গে রুদ্রের রূপের সৃষ্টি হয়েছে। অনেকের মতে ওই পিন্ডটির অভ্যন্তরীণ যে বিস্ফোরণ ঘটেছিল তা শিবের তান্ডব নৃত্যের ফলে হয়ে ছিল। আর এই নৃত্য কে কসমিক ড্যান্স বলে। শিবের এই রূপকে নটরাজ বলে। নটরাজ এর পিছনের গোলাকার চূড়াটি ব্ল্যাকহোল কে নির্দেশ করে। শিবের নৃত্যের এনার্জির ভাইব্রেশান থেকে এই চক্রের সৃষ্টি। চক্র অপর নাম পৃথিবী ,এই সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিগব্যাং থিওরি অনুযায়ী পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে একটি পিন্ড থেকে। ওই পিন্ডটিতে হঠাৎ বিস্ফোরণ হয় এবং পৃথিবীর সৃষ্টি হয়। সাধারণ ভাবে আমাদের প্রশ্ন জাগবে যে এই পিন্ডটির উৎপত্তি কোথা থেকে? কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা এর সঠিক বাখ্যা দিতে পারেননি। কোন রহস্যময় ঘটনার ফলে এই পিন্ডটির উৎপত্তি। কিন্তু এই পিন্ডটির উৎপত্তি সম্পর্কে বিস্তর বিতর্ক রয়েছে। এই রহস্যময় জিনিসটি হল অসমিত এনার্জি ও উর্জাতে পরিপূর্ণ ছিল। আর এই রহস্যময় জিনিসটি হল সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশের দেবতা শিব। এই পিন্ডটির কখনও বিনাশ নেই। আর শিবেরও সৃষ্টি, বিনাশ নেই।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

বর্তমান প্রজন্মের নায়িকাদের 'কটাক্ষ' করলেন কারিনা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কারিনা কাপুর খান আগে থেকেই ঠোঁটকাটা স্বভাবের। নিজের মতামত প্রকাশে তার দ্বিধা নেই। এবার তরুণ প্রজন্মের নায়িকাদের কটাক্ষ করলেন এই অভিনেত্রী। কারিনা মনে করেন, বলিউডে রানী মুখার্জি ও টাবুর মতো অভিনেত্রীরাও এখন নায়িকাদের চেয়ে কোনো অংশে কম নন। বয়স তাদের পারফরমেন্সে কোন ছাপ ফেলতে পারেনি। বরং এ প্রজন্মের নায়িকারা সে অর্থে পরিশ্রমই করেন না।

সম্প্রতি ফোর্বস ইন্ডিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এমনটাই মন্তব্য করেন কারিনা। এই অভিনেত্রী বলেন, বর্তমান প্রজন্মের নায়িকাদের তুলনায় এখনও বেশি পরিশ্রম করেন রানী ও টাবু। তারা আমাদের ভারতীয় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে প্রতিভাবান অভিনেত্রী। রানি সব দিক দিয়েই সিনেম্যাটিক। তিনি যে চরিত্রেই অভিনয় করুন না কেন, পর্দায় সেই চরিত্রেই নিজেকে ঢেলে নেন। আপনি তার থেকে আপনার চোখ সরাতে পারবেন না।

কারিনা আরও জানান, টাবুও ভারতীয় শিল্পে আমার দেখা সেরা অভিনেত্রীদের মধ্যে একজন। বয়স তাদের পারফরমেন্সে কোন ছাপ ফেলতে পারেনি। তারা দর্শকদের বিনোদন দিয়ে চলেছেন। আমরা তো সকলেই এখানে বিনোদন দিতে এসেছি। বয়স কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ? শুনতে খারাপ লাগলেও এটা সত্যি যে এই অভিনেত্রীরা বয়সে অনেক ছোটদের তুলনায় ভালো কাজ করছে। বয়স একটা সংখ্যা মাত্র। তাই এরকম ধরনের প্রশ্ন করা উচিত নয়। কই আপনারা অভিনেতাদের কাছে তো এমন প্রশ্ন করেন না!

উল্লেখ্য, কারিনা কাপুরকে শিগগিরই হংসল মেহতার ক্রাইম থ্রিলার 'দ্য বাকিংহাম মার্ডারস'-এ দেখা যাবে। এই ছবি দিয়ে প্রযোজক হিসেবে আত্মপ্রকাশও হবে তার। একইসঙ্গে 'দ্য ক্রু-তে দেখা যাবে। যেখানে কারিনার সঙ্গে রয়েছেন টাবু, কৃতি শ্যানন ও দিলজিৎ দোসাঞ্জ। এছাড়া রোহিত শেঠির কপ ড্রামা 'সিংহাম এগেইন'-এও থাকছেন তিনি।

'বিবাহ বিচ্ছেদ' প্রশ্নে মুখ খুললেন আশা ভোঁসলে

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সমাজে চলমান 'বিবাহ বিচ্ছেদ' নিয়ে নিজের অভিমত জানালেন ভারতের কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী আশা ভোঁসলে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নিজের ব্যক্তিগত জীবনসহ সাম্প্রতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বিষয়টি তিনি কথা বলেন। ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বলতে গিয়ে ভোঁসলে জানান, বিবাহিত জীবনে একাধিক সমস্যা থাকলেও তিনি কখনই সেই বিয়ে ভাঙার কথা ভাবেননি।'

স্পিরিচুয়াল গুরু শ্রী শ্রী রবি শঙ্করকে দেওয়া ওই সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আমি এখন ৯০ বছর বয়সী। আমি বিবাহিত, আমার তিন সন্তানও আছে। বৈবাহিক সম্পর্ক যখন খারাপ হতে শুরু করে তখন আমি সন্তানদের নিয়ে আমার মায়ের কাছে চলে যাই। তবুও কখনোই ডিভোর্স ফাইল করিনি। কিন্তু আজকাল শুনি বিয়ে একমাসের মাথাতেও ভেঙে যায়। কিন্তু কেন হচ্ছে এটা?'

কিংবদন্তি এই শিল্পী বলেন, 'আমি একটা দীর্ঘ সময় এই ইন্ডাস্ট্রিতে কাটিয়েছি। কিন্তু আজকালকার প্রজন্মের মতো কাউকে এত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে দেখিনি। ভালোবাসা থেকে ওরা দ্রুত বেরিয়ে আসতে পারে। ওরা নিজেদের কথাও ভাবে না। আমাদের সময় এসব ছিল না।'

প্রসঙ্গত, আশা ভোসলে দু'বার বিয়ে করেছিলেন। গণপতরাও ভোঁসলেকে প্রথমে বিয়ে করেন। কিন্তু তাদের সেই বিয়ে সুখের হয়েছিল না। তিন সন্তানকে নিয়ে স্বামীর বাড়ি ছাড়তে হয় তাকে। তারপর তিনি ১৯৮০ সালে প্রখ্যাত সংগীত পরিচালক এবং গায়ক আর ডি বর্মণকে বিয়ে করেন।

অর্জুনকে নিয়ে প্রশ্নের মুখে ফের বিচ্ছেদের জল্পনা উসকে দিলেন মালাইকা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন মালাইকা আরোরার প্রাক্তন স্বামী আরবাজ খান। মেকআপ আর্টিস্ট সুরা খানের সঙ্গে মাত্র ৯ মাসের প্রেমেই বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন অভিনেতা-প্রযোজক। অন্যদিকে ২০১৭ সাল থেকেই অর্জুন কাপুরের সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন মালাইকা আরোরা। তবে এখনও বিয়ের সিদ্ধান্ত নেননি তিনি। কিছু মাস আগেই শোনা গিয়েছিল, তাদের মধ্যে বেড়েছে দূরত্ব। বিচ্ছেদের পথে এই তারকা জুটি।

সেই সেসময় জল্পনায় তারা জল ঢেলে দিলেও, সম্প্রতি মালাইকার কথায় ফের পাওয়া গেল বিচ্ছেদের আভাস।

জনপ্রিয় রিয়ালিটি শো ঝলক দিখলা যা-এ বিচারকের আসনে রয়েছেন মালাইকা আরোরা। সেখানেই একটি কথোপকথনে মালাইকার কথা শুনে মনে হয়, এখন তিনি সিঙ্গল। এই শোয়ের প্রোমোতে দেখা যায় ফারহা খান মালাইকাকে জিজ্ঞেস করছেন, সামনেই নতুন বছর। সেই বছরে তিনি কি একা অভিভাবক থেকে যুগ্ম অভিভাবক হবেন? সেই কথার উত্তরে প্রথমে মজা করে মালাইকা বলেন, তাহলে আবার কাউকে কোলে নিতে হবে? এই কথার অর্থ কী?

ফারহা তার প্রশ্ন এবার রাখেন সোজাসুজি। তিনি জিজ্ঞেস করেন, মালাইকা কি আগামী বছরে আবার বিয়ে করবেন? উত্তরে মালাইকা বলেন, যদি কেউ থাকে তাহলে তিনি বিয়ে করবেন। অবাক হয়ে ফারহা বলেন, যদি কেউ থাকে শব্দের মানে কী? মালাইকা তখন পরিষ্কার করে বলেন, যদি কেউ থাকে মানে যদি তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন তাহলে তিনি রাজি হয়ে যাবেন। এরপর মজা করেই ফারহা জিজ্ঞেস করেন যেকোনও কাউকেই বিয়ে করে নেবেন মালাইকা? মালাইকা সহমত দেন। এরপরেই হাসতে হাসতে আরশাদ ওয়ারসি বলেন, এই পদ্ধতি খুবই খারাপ।

এই প্রোমোতে সবাই মজা করলেও মালাইকা বেশ গম্ভীরভাবেই বিয়ের কথা বলেন। সেখান থেকেই নেটপাড়ায় শুরু গুঞ্জন। তাহলে কি সত্যিই অর্জুনের সঙ্গে ব্রেক আপ হয়ে গেছে মালাইকার? আপাতত মালাইকার কথাতেই তা স্পষ্ট। উল্লেখ্য, খান পরিবারে অর্জুন কাপুরকে নিজে ঢুকিয়েছিলেন সালমান খান। কারণ একটাই, বনি কাপুর তার ভীষণ ভাল বন্ধু ছিলেন। পাশাপাশি অর্জুন কাপুর সালমান খানের বোন অর্পিতা খানের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন। সে সূত্রেই বাড়িতে আসা। আর সেখানেই প্রথম মালাইকার সঙ্গে আলাপ, কাছাকাছি আসা। তবে সম্পর্কের কথা অনেক পরে স্বীকার করেছিলেন তারা।

আক্ষেপ অমিতাভের, 'জীবনে কিচ্ছু করতে পারলাম না'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয় কুইজের জনপ্রিয় রিয়্যালিটি শো 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি'। গত শুক্রবার সেই রিয়্যালিটি শোতে এ বছরের শেষ পর্বে প্রতিযোগীর সঙ্গে আলাপচারিতায় জীবনে কিছুই করতে না পারার আক্ষেপ ঝরেছে তার কণ্ঠে।

মূলত অভিনয় ক্যারিয়ার নয়, পড়াশোনায় অর্জন করা ডিগ্রি নিয়ে জীবনে যে কিছুই করা হয়নি তার। ৮১ বছর বয়সে এসে সেই আফসোসটাই করলেন বলিউডের এই সিনিয়র সুপারস্টার।

শুক্রবার ছিল সবশেষ মৌসুমের শেষ পর্বের সম্প্রচার। এদিন ১৫টি মৌসুম পার করে রিয়্যালিটি শো-টি। যে কারণে অনেকটাই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন বিগ বি। চোখের কোণায় এসেছিল পানি।

এদিন মঞ্চে হট সিটে ছিলেন উত্তরপ্রদেশের অভিনাশ ভারতী। খেলার ফাঁকে ফাঁকে তার সঙ্গে আলাপচারিতায় মেতে ওঠেন অমিতাভ। সামনে চলে আসে দুজনেরই ব্যক্তিগত জীবনের অজানা কাহিনী।

এ সময় কলেজ জীবনের দিনগুলোর কথা স্মৃতিচারণ করেন অমিতাভ। কিরোরি মাল কলেজে পড়ালেখা করেছেন বলে জানান তিনি। প্রতিযোগীও জানান, তিনিও একই কলেজে পড়েছেন। অমিতাভের জুনিয়র ব্যাচের ছিলেন।

এ কথা শুনে অমিতাভ নস্টালজিক হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, রুমটা দারুণ ছিল। ঘরের কোণে একটা দেয়াল ছিল। যেটা টপকে সিনেমা দেখতে যেতাম। এরপরই খানিক আফসোসের সুরে জানান, ওখানে তিনটা বছর বেকারই ছিলাম। জীবনে কিচ্ছু করতে করতে পারলাম না। নিজেকে নষ্ট করে ফেলেছি। বি.এসসি শেষ করার পর সেই পড়াশোনা আর কাজে লাগানোই হয়নি। আজকের পেশার সঙ্গে তো তার কোনো যোগ নেই।

বিগ বি'র এই কথা শুনে প্রতিযোগী বলেন, 'স্যার কয়েক দশক ধরে আপনিই তো মহানায়ক।' এ কথা শুনে লাজুক মুখে অমিতাভ বলেন, 'সাংবাদিকরা এটা বলে থাকে অবশ্য। তবে আমি বিশ্বাস করি না।'

নতুন সিজনে আবার দেখা হবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে শো শেষ করেন অমিতাভ বচ্চন।

প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে

বছর শেষ আল নাসরের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গোল করে ও দলের জয় দিয়ে বছরের শেষটা রাঙালেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। এমন কীর্তির দিনে সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে দিয়েছে আল নাসর। ৩০ ডিসেম্বর সৌদি লিগের খেলায় আল-তাউনের বিপক্ষে প্রথমে গোল খেয়েও ঘুরে দাঁড়িয়ে ৪-১ গোলের বড় জয় পেয়েছে আল-নাসর। আল তাউনের হয়ে গোল করেন আশরাফ এল মাহদিওইয়ে। আল নাসরের হয়ে গোল করেন, মার্সেলো ব্রোজোভিচ, আয়মারিক লাপোর্তে, ওতাভিও ও রোনালদো। এদিন ম্যাচের ১৩ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি পায় আল-তাউন। আল-নাসরের গোলরক্ষক নাওয়াফ আল-আকিদি তাউনের এল মাহদিওইর স্পটকিক ঠেকিয়ে দিলেও ফিরতি বলে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন তিনি। তবে ব্রোজোভিচ ২৬ মিনিটে গোল করে আল-নাসরকে সমতায় ফেরান। তালিস্কা অ্যান্ডারসন রোনালদোর সঙ্গে বল দেয়া-নেয়া করে তাউনের ডি-বক্সে বাড়ালে সুযোগসন্ধানী ব্রোজোভিচ প্রতিপক্ষ গোলরক্ষককে ফাঁকি দিয়ে বল জালে জড়ান। ম্যাচের ৩৪ মিনিটে ফের গোল পেয়ে যাচ্ছিল নাসর। কর্নার থেকে আসা বলে আমিরির করা হেড গোলপোস্ট কাঁপিয়ে মাঠের বাইরে চলে যায়। অবশ্য এর জন্য বেশি দেরি করতে হয়নি নাসরকে। পরের মিনিটেই লাপোর্তের গোলে ম্যাচে লিড নেয় নাসর। কর্নার থেকে আসা বলে হেড করে গোল করেন এই স্প্যানিশ ডিফেন্ডার। ২-১ গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় আল নাসর। বিরতি থেকে ফিরে শুরুতেই ওতাভিওর গোলে ব্যবধান বাড়ায় নাসর। বাঁ প্রান্তে নাসরের খেলোয়াড়ের পাঠানো বল তাউনের ডিফেন্ডার ঠেকিয়ে দিলেও ফাঁকায় দাড়ানো ওতাভিও বল পেয়ে যান, দেরি না করে জোরাল শটে বল জালে পাঠান এই পর্তুগিজ মিডফিল্ডার।

তবে ম্যাচের ৯২তম মিনিটে গোল করেন রোনালদো। হেড থেকে চলতি বছরের ৫৪তম গোলটি করেন এই ৩৮ বছর বয়সী মহাতারকা। চলতি বছরে গোল করায় সবার ওপরে থেকেই শেষ করলেন রোনালদো। এ বছর পর্তুগাল আর নাসরের হয়ে খেলেছেন ৫৯ ম্যাচ। ৫২ গোল নিয়ে যৌথভাবে পরের অবস্থানে আছেন হ্যারি কেইন ও কিলিয়ান এমবাপ্পে। ৫০ গোল আর্লিং হালান্ডের। ২০১১, ১৩, ১৪ ও ১৫ সালের পর পঞ্চমবার টপ স্কোরার হিসেবে বছর শেষ করলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো।

এই জয়ে ১৯ ম্যাচে ৪৬ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানেই থাকল আল নাসর। শীর্ষে থাকা আল-হিলালের চেয়ে ৭ পয়েন্ট পিছিয়ে রোনালদোর দল।

শুরুতে এগিয়ে গিয়েও

জিততে পারল না আর্সেনাল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : শুরুতে এগিয়ে গিয়ে জয়ে ফেরার ইঙ্গিত দিল আর্সেনাল। এরপর ক্রমেই বিবর্ণ হতে থাকল তাদের পারফরম্যান্স। চেনা আঙিনায় উজ্জীবিত ফুটবল খেলে মিকেল আর্তেতার দলকে হারিয়ে দিল ফুলহ্যাম। প্রিমিয়ার লিগের টেবিলে শীর্ষে ফিরে বছর শেষ করার সুযোগ ছিল আর্সেনালের সামনে। উল্টো প্রতিপক্ষের মাঠে ৩১ ডিসেম্বর ২-১ গোলে হেরে গেল তারা।

প্রথমার্ধে বুকায়ো সাকা সফরকারীদের এগিয়ে নেওয়ার পর সমতা টানেন রাউল হিমেনেস। দ্বিতীয়ার্ধে জয়সূচক গোলটি করেন ববি ডি করডোভা-রেইড। লিগে টানা দ্বিতীয় হারের তেতো স্বাদ পেল আর্সেনাল, জয়হীন রইল টানা তিন ম্যাচে। অ্যানফিল্ডে লিভারপুলের সঙ্গে ১-১ ড্রয়ের পর গত রাউন্ডে এমিরেটসে ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডের বিপক্ষে ২-০ গোলে হেরেছিল তারা।

জয়ে ফেরার মিশনে পঞ্চম মিনিটে এগিয়ে যায় আর্সেনাল। বক্সের বাঁ দিক থেকে গাব্রিয়েল মার্তিনেল্লির শট গোলরক্ষক বার্নড লেনো ঠেকালেও বিপদমুক্ত করতে পারেননি, কাছেই থাকা অরক্ষিত সাকা ফাঁকা জালে বল পাঠান। চতুর্দশ মিনিটে হিমেনেসের শট ফিরিয়ে জাল অক্ষত রাখেন আর্সেনাল গোলরক্ষক ডেভিড রায়া। ২৯তম মিনিটে আর পারেননি তিনি। বাঁ দিক থেকে সতীর্থের পাস ছয় গজ বক্সের বাইরে পেয়ে প্রথম স্পর্শে ডান পায়ের শটে সমতা ফেরান হিমেনেস। প্রিমিয়ার লিগে নিজের সবশেষ চার ম্যাচে মেক্সিকোর এই ফরোয়ার্ডের গোল হলো ৪টি। যেখানে প্রতিযোগিতাটিতে তার আগের ৫০ ম্যাচে গোল ছিল ৪টি!

বিরতির আগে দারুণ এক আক্রমণ থেকে দলকে ফের এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ আসে মার্তিনেল্লির সামনে। তবে ২২ বছর বয়সী ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডের বাঁ পায়ের শট পোস্টের সামান্য বাইরে দিয়ে যায়। উল্টো ৫৯তম মিনিটে এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা। কর্নার ক্লিয়ার করতে পারেনি আর্সেনালের খেলোয়াড়রা। কাছ থেকে ডান পায়ের শটে জাল খুঁজে নেন ইংলিশ ফরোয়ার্ড করডোভা-রেইড। চার মিনিট পর সুযোগ পান সাকা। দুরূহ কোণ থেকে ইংলিশ ফরোয়ার্ডের প্রচেষ্টা লক্ষ্যে থাকেনি।

নির্ধারিত সময়ের দুই মিনিট বাকি থাকতে ভাগ্যের ফেরে তৃতীয় গোল পায়নি ফুলহ্যাম। আন্দ্রেয়াস পেরেইরার ফ্রি-কিক ক্রসবার কাঁপিয়ে ফিরে আসে। তাতে যদিও জয়ের আনন্দ কমেনি তাদের। চলতি আসরে সব মিলিয়ে আর্সেনালের এটি চতুর্থ হার, যার তিনটি সবশেষ পাঁচ ম্যাচের মধ্যে। ২০ ম্যাচে ৪০ পয়েন্ট নিয়ে চারেই আছে তারা। তাদের সমান পয়েন্ট নিয়ে তিনে ম্যানচেস্টার সিটি, শিরোপাধারীরা এক ম্যাচ কম খেলেছে।

২০ ম্যাচে ৪২ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে অ্যাস্টন ভিলা। তাদের সমান পয়েন্ট নিয়ে গোল পার্থক্যে শীর্ষে লিভারপুল, এক ম্যাচ কম খেলেছে তারা। ২০ ম্যাচে সাত জয় ও তিন ড্রয়ে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে ১৩ নম্বরে আছে ফুলহ্যাম।

এক বছর পর

কোর্টে ফিরেই হারলেন নাদাল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিতম্বের চোট কাটিয়ে প্রায় এক বছর পর কোর্টে ফিরেছেন রাফায়েল নাদাল। প্রত্যাবর্তনটা যদিও সুখকর হয়নি। ব্রিজবেন ইন্টারন্যাশনালে দ্বৈতের লড়াইয়ে হেরে গেছেন স্প্যানিশ তারকা। তবে চোটের কোনো প্রভাব তার খেলায় দেখা যায়নি। আগামী ১৪ জানুয়ারি শুরু অস্ট্রেলিয়ান ওপেন দিয়ে গ্র্যান্ড স্ল্যামে ফিরবেন নাদাল। সেটিরই প্রস্তুতি চলছে এখন। বছরের শুরুতে এই অস্ট্রেলিয়ান ওপেনেই দ্বিতীয় রাউন্ডে হেরে যাওয়া ম্যাচে নিতম্বে চোট পান ২২ বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী। এরপর জুনে হয় তার অস্ত্রোপচার। ৩৭ বছর বয়সী নাদাল ৩১ ডিসেম্বর ব্রিজবেনের কোর্টে নামেন মার্ক লোপেসের সঙ্গে জুটি বেঁধে, যাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ২০১৬ অলিম্পিকে সোনা জিতেছিলেন। এই জুটি ৬-৪, ৬-৪ গেমে হেরে যায় অস্ট্রেলিয়ার ম্যাক্স পার্সেল ও জর্ডান থম্পসন জুটির কাছে। লম্বা সময় পর কোর্টে ফেরার দিনে ভক্তদের উষ্ণ অভ্যর্থনা পান নাদাল। একই দৃশ্যের দেখা মিলতে পারে আগামী মঙ্গলবার, যখন এককের লড়াইয়ে বাছাই পেরিয়ে আসা ডমিনিক টিমের মুখোমুখি হবেন। ২০১৮ ও ২০১৯ সালের ফরাসি ওপেনের ফাইনালে টিমকে হারিয়ে শিরোপা উল্লাস করেছিলেন নাদাল। সব মিলিয়ে ৩০ বছর বয়সী অস্ট্রিয়ান তারকার বিপক্ষে ৯-৬ ব্যবধানে এগিয়ে আছেন তিনি।

রোহিতের উপর

চটেছেন গাভাস্কার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে হেরেছে ভারত। তার পরেই বিশেষজ্ঞদের অনেকে আঙুল তুলেছেন ভারতীয় দলের প্রস্তুতির দিকে। সে দেশে গিয়ে কোনো প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেনি ভারত। নিজেদের মধ্যেই একটি ম্যাচ খেলেছেন রোহিত শর্মার দল। প্রস্তুতি ম্যাচ না খেলা নিয়ে রোহিতকে প্রশ্ন করা হলে তিনি একটি ব্যাখ্যা দেন। সেই ব্যাখ্যা মানতে নারাজ ভারতের কিংবদন্তি খেলোয়াড় সুনীল গাভাস্কার। রোহিতদের উপর চটেছেন তিনি।

প্রথম টেস্টে হারের পর রোহিত জানান, প্রস্তুতি ম্যাচে নিজেদের পছন্দের পিচ বা সে রকম কঠিন প্রতিপক্ষ তাদের দেওয়া হয় না। সেই কারণে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রস্তুতি ম্যাচ না খেলে নিজেদের মধ্যেই একটি ম্যাচ খেলেছিলেন তারা। সম্প্রতি ভারত অধিনায়কের এই কথার সমালোচনা করেছেন গাভাস্কার। তার মতে, এই যুক্তি অর্থহীন।

গাভাস্কার বলেন, আমি বুঝতে পারছি না রোহিত কেন এ রকম একটা কথা বলল। প্রস্তুতি ম্যাচে যারা খেলে তারা বেশির ভাগ সে দেশের এ দলের ক্রিকেটার। অর্থাৎ, তারাও জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার অপেক্ষায় থাকে। এই ধরনের ম্যাচে তারা নির্বাচকদের নজর কাড়ার চেষ্টা করে। সেই কারণে, তারা হালকাভাবে খেলে না। নিজেদের সেরাটা দিয়েই খেলে। তাই সেই সব ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে খেললে ভারতের ভালোই হত। সেটা রোহিত কেন বুঝছে না জানি না। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ও দলেরই ক্ষতি করছে।

তিনি বলেন, আমাদের সময়ে আমরা সিরিজের অনেক আগে অনুরোধ করতাম যাতে এ দলের ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি সারতে পারি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের অনুরোধ রাখা হত। সবটাই পরিকল্পনার উপর নির্ভর করছে। আগে থেকে বললে সবই হয়। এতে ভারতীয় ক্রিকেটেরই ভালো হতো।

নিজেদের মধ্যে খেললে আদতে কোনো লাভ হয় না বলেই মনে করেন গাভাস্কার। ভারতের সাবেক এই ক্রিকেটার বলেন, নিজেদের মধ্যে খেলা হলে কেউ নিজের সেরাটা দেয় না। কারণ, কেউ চোট পেতে চায় না। তারা সবাই জানে কে দলে রয়েছে, কে নেই। তা ছাড়া নিজেদের দলের ক্রিকেটারদের মধ্যে খেললে তাতে কোনো লড়াইয়ের মানসিকতা থাকে না। তাই ক্রিকেটারদের কাজে লাগে না।

উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার সেঞ্চুরিয়নে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট হারার পরে ৩ জানুয়ারি থেকে কেপটাউনে শুরু দ্বিতীয় টেস্ট। এই টেস্ট জিততে পারলে সিরিজ ড্র করবে ভারত। না হলে আরও একবার দক্ষিণ আফ্রিকার মাটি থেকে সিরিজ হেরে ফিরতে হবে রোহিতদের।

মেসিদের লিগে লরিস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টটেনহামের সঙ্গে দীর্ঘ ১১ বছরের বন্ধন ছিন্ন করলেন ফরাসি গোলরক্ষক উগো লরিস। তার নতুন ঠিকানা মেজর লিগ সকারের ক্লাব লস অ্যাঞ্জেলেস ফুটবল ক্লাব।

স্পার্সদের জার্সিতে সবমিলিয়ে ৪৪৭টি ম্যাচ খেলেছেন লরিস। প্রিমিয়ার লিগে মোট ৩৬১ ম্যাচ খেলে ১২৭ ম্যাচে ক্লিনশিট পেয়েছেন তিনি। ক্লাবের কিংবদন্তিতুল্য গোলরক্ষক হ্যারি রেডন্যাপ বিদায় নেওয়ার পর টটেনহামের পোস্টের নিচে সবচেয়ে বড় ভরসা ছিলেন তিনি। সাবেক কোচ মাউরিসিও পচেত্তিনোর অধীনে যে দলটি চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালে খেলেছিল, সেই দলের সদস্য ছিলেন লরিস।

পুরনো ক্লাবের প্রতি লরিসের ভালোবাসায় অবশ্য ভাঁটা পড়েনি। যাওয়ার আগে এক ভিডিওবার্তায় সমর্থকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'সেই শুরুর দিন থেকে আপনারা আমাকে যেভাবে সমর্থন দিয়েছেন, সে জন্য ধন্যবাদ। আপনাদের একজন হতে পারা এবং অধিনায়ক হওয়া দারুণ সম্মানের ব্যাপার ছিল। একটা অধ্যায়ের সমাপ্তি হলো। তবে আপনারা আমার হৃদয়ে থাকবেন। আমার ও আমার পরিবারের জন্য স্পার্স বিশেষ জায়গায় থাকবে। দারুণ সব স্মৃতির জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন।'

টটেনহামের পক্ষ থেকে লরিসকে বিদায় দেওয়ার জন্য বিশেষ প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। ঘরের মাঠে বোর্নমাউথের বিপক্ষে ম্যাচের বিরতিতে তাকে বিদায় জানাবে ক্লাবটি।

শেফিল্ডকে হারিয়ে বছর শেষ ম্যানসিটির

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : একমাত্র ইংলিশ ক্লাব হিসেবে চলতি বছর পাঁচটি শিরোপা নিজেদের শোকেসে তুলেছে ম্যানচেস্টার সিটি। বছরের শেষটাও দারুণভাবে রাঙালো তারা। ৩০ ডিসেম্বর প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে শেফিল্ড ইউনাইটেডকে ২-০ গোলের ব্যবধানে হারিয়েছে পেপ গার্দিওলার দল।

ইতিহাদ স্টেডিয়ামে ম্যাচের শুরুতেই এগিয়ে যায় সিটি। ফিল ফোডেনের পাস পেয়ে প্রতিপক্ষের চ্যালেঞ্জের মুখেও নিয়ন্ত্রণে নেন রদ্রি। এরপর কোনোরকম বাধা ছাড়াই এগিয়ে ডি-বক্সের মুখ থেকে নিচু কোনাকুনি শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার। রদ্রির গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর প্রথমার্ধের বেশিরভাগ সময় নিজেদের দখলেই বল রাখে সিটি।

দ্বিতীয়ার্ধেও আক্রমণের ধারা অব্যাহত রাখে গার্দিওলার দল। ম্যাচের নবম মিনিটে অফসাইডের ফাঁদ ভেঙে সতীর্থের থ্রু বল ধরে ডি-বক্সে ঢুকে পড়েন ফোডেন। তবে শেফিল্ড গোলরক্ষক দ্রুত এগিয়ে দলকে বিপদমুক্ত করেন। পরের মিনিটে উড়িয়ে মেরে হতাশ করেন জুলিয়ান আলভারেজ।

অবশ্য এর সাত মিনিট বাদেই সুযোগ মিসের আক্ষেপ ঘুচিয়ে দেন আর্জেন্টাইন তারকা। সতীর্থের পাস ডি-বক্সে ধরে গোলমুখে বাড়ান ফোডেন, আর ছুটে গিয়ে টোকায় বল জালে পাঠান আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড। এ নিয়ে টানা দুই ম্যাচে জালের দেখা পেলেন বিশ্বকাপ জয়ী খেলোয়াড়।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যবধান আর বাড়েনি। তাতে ২-০ গোলের জয়ে তিন পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছেড়েছে প্রিমিয়ার লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।

ওয়ানডেকেও বিদায় জানালেন ওয়ার্নার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট সমর্থকদের জন্য বছরের প্রথম দিনেই এলো দুঃসংবাদ। গত বছরের অ্যাশেজেই ওয়ার্নার জানিয়েছিলেন, পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ দিয়েই এই ফরম্যাটকে বিদায় জানাবেন তিনি। তবে তার বিদায় টেস্টের আগেই ওয়ানডে ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৩৭ বছর বয়সী এই অজি ওপেনার।

১ জানুয়ারি সংবাদ সম্মেলনে ওয়ার্নার ওয়ানডে থেকে বিদায় নেয়ার কথা নিশ্চিত করেন। ফলে ২০২৩ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনালটি-ই ওয়ার্নারের ক্যারিয়ারের শেষ ওয়ানডে ম্যাচ ছিল।

সংবাদ সম্মেলনে ওয়ার্নার বলেন, 'আমি ওয়ানডে ক্রিকেট থেকে অবসর নিচ্ছি। ভারতে বিশ্বকাপ জেতাটা একটি বড় অর্জন ছিল। ওয়ানডে ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর ফলে আমি অন্য ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগগুলো খেলতে পারব। আর আমার অবসরে অস্ট্রেলিয়াকে তরুণ ক্রিকেটাররা এগিয়ে নেবে।' আগামী মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ থেকে আগেই নাম সরিয়ে নিয়েছিলেন ওয়ার্নার। এরপর থেকে গুঞ্জন ওঠে ওয়ার্নারের ওয়ানডে ক্যারিয়ারের ইতি নিয়ে। অবশেষে সেই গুঞ্জন সত্য হল। তবে অস্ট্রেলিয়ার এই বাঁহাতি ওপেনার এটাও জানিয়েছেন, ওয়ানডেকে বিদায় বললেও তিনি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলা চালিয়ে যাবেন।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR